ওঁ

নমো ভগবতে শ্রীশ্রীব্রজানন্দায় নমঃ

শ্রীশ্রীগুরুনারায়ণের পাঁচালি

হরে ব্রজানন্দ হরে ব্রজানন্দ হরে।
গৌরহরি বাসুদেব রামনারায়ণ হরে। (ধুয়া—'হরে ব্রজানন্দ হরে')
ভক্তিনিষ্ঠা সহকারে এ তারক ব্রহ্মনাম
লও যত ভক্তগণ হবে পূর্ণ মনস্কাম।
যুগে যুগে দেন প্রভু নব নব মহানাম;
যেই রস পান করি তৃপ্ত জীব অবিরাম।
নরতম এই নাম ভজ চিত্ত, কর সার,
যাবে দূরে তাপ জ্বালা হৃদয়ের অন্ধকার।
যাবে দূরে নিরানন্দ, পাবে শান্তি প্রেমানন্দ।
ভক্তি ভরে বল সবে, 'জয় জয় ব্রজানন্দ।' (ধুয়া-এ পর্য্যন্ত ঐ)

ব্রজানন্দ-লীলা কথা অমৃত সমান।
যেবা পড়ে, বলে শোনো-সেই ভাগ্যবান। ('ধুয়া-জয় জয় ব্রজানন্দ')
যুগে যুগে হয় যবে ধরমের গ্লানি,
অধর্মের অভ্যুদয়; আসে চক্রপাণি।
ন্যায়, নীতি, ধর্ম, কর্ম দিয়া বিসর্জন
সহিংস তাণ্ডবে নাচে অসুর দুর্জন,
নব নব অস্ত্রে ধরা নাশিবারে চায়;
অসহায় নরগণ করে "হায়! হায়!"
শান্তিধাম ব্রজানন্দ করুণা আধার
হইলেন অবতীর্ণ তাইতো এবার। (ধুয়া-এ পর্য্যন্ত পূর্ববৎ জয় জয় ইঃ)

অপর কারণ এক করিব বর্ণন—
স্বয়ং প্রভু হতে আমি করেছি শ্রবণ। (ধূয়া—ঐ)
দ্বাপরেতে রাধাপ্রেমে ঋণী হ'য়ে হরি
সেই ঋণ শুধিলেন গৌররূপ ধরি।
লীলা অবসানে কাঁদে যত ভক্তগণ—
তাহা দেখি মহাপ্রভু বিচলিত হ'ন।
"কেঁদো না, কেঁদো না সবে", বলে দয়াময়—
"তোমাদের তরে হ'বো কনৌজে উদয়।
রাধাকৃষ্ণ একদেহে হ'য়ে ব্রজানন্দ
বিতরিব তোমা সবে শান্তি ও আনন্দ। (ধূয়া—ঐ)
—ঈশান কোণেতে হবে বুড়াশিবধাম
লীলাক্ষেত্র ঢাকা মাঝে মহা তীর্থস্থান
হোতা হ'তে হ'বে মোর লীলার বিকাশ
ক্রমে ক্রমে ভক্তহৃদে পাইব প্রকাশ" (ধূয়া—ঐ)

জয় জয় ব্রজানন্দ গুরু সত্যনারায়ণ,
সবার আরাধ্য দেব নিত্য নিরঞ্জন। (ধূয়া-'গুরুসত্যনারায়ণ')
অনাদি, অনন্ত, শান্ত, পরব্রহ্ম তুমি
ধ্যানাতীত, জ্ঞানাতীত, প্রেমভক্তি ভূমি।
সৃষ্টির পূর্বেতে তুমি ছিলে নিরাকার;
লীলাখেলা ছলে প্রভু হইলে সাকার।
তুমিই পরমেশ্বর অনাথের নাথ
অগতির গতি তুমি, তুমি জগন্নাথ।
দেব আদিদেব, প্রভু, তুমি ইচ্ছাময়,
তোমার ইচ্ছাতে হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়।
ওহে ব্রজানন্দ তব মহিমা অপার
বিশ্বজীবে কর কৃপা কৃপার আধার।
হিংসা, দ্বেষ, ভেদজ্ঞান লউক বিদায়
হোক্ ধরা স্বর্গরাজ্য তোমার কৃপায়। (ধূয়া-এ পর্য্যন্ত ঐ)

জীবের লাগিয়া তুমি সেজেছো কাঙাল,
অপরূপ লীলা তব হে দীনদয়াল ! (ধূয়া- জয় জয় ব্রজানন্দ)
কলিকাতা মাঝে ওহে পতিত পাবন,
গুরুধাম মহাতীর্থ করিলে স্থাপন।
শান্তি-প্রেম-আনন্দের আদর্শ তোমার
বেদনার্ত ধরা মাঝে কর হে প্রচার।
নিরানন্দ অশান্তির দাবানল যত
তোমার কৃপায় প্রভু হোক নির্বাপিত।
'তত্ত্বমসি', 'সোহহম্' শোনাও তোমার,
চিনাও স্বরূপ শুদ্ধ জীবে আপনার।
সকলের মাঝে আছ আত্মারূপে তুমি,
তোমা মাঝে সব আছে, হে জগৎ স্বামি !
'কেবা কারে মারিবেক,—কেবা হত হবে' ?—
যেন এই শুদ্ধজ্ঞান বিশ্বজীব লভে।
প্রেম ভক্তি বিশ্বাসের শান্তি আশীর্ব্বাদ
দিয়ে দূর কর দুঃখ অশান্তি বিষাদ। (ধূয়া—ঐ)
বাঞ্ছা কল্পতরু দেব, তোমার কৃপায়। (ধূয়া—'জয় জয় ব্রজানন্দ')
অপুত্রক পুত্র লভে, দীন ধন পায়,
বধির শ্রবণ করে অন্ধ দৃষ্টি পায়,
বোবা বলে, 'ব্রজানন্দ' তব মহিমায়,—
চিররোগী লভে স্বাস্থ্য, দুঃখী পায় সুখ,
তোমারে ভজিয়া কেহ হয় না বিমুখ।
ভকতি বিশ্বাস নিয়া যেবা সেবা করে,
সম্পদে বিপদে তুমি বাঁধা তার ঘরে।
সকল অভীষ্ট পূর্ণ কর হে তাহার,
অন্তিমেতে দাও শান্তি আনন্দ অপার।
পরম দয়াল তুমি, হে সচ্চিদানন্দ,
সকলের মাতাপিতা শ্রীরাধাগোবিন্দ।

রাতুল চরণে, প্রভু, প্রার্থনা আমার
শ্রীচরণে মতি গতি দাও গো সবার।
দীন, হীন, অভাজন নাহিক শকতি
প্রেম-ভক্তিসহ লহ সাষ্টাঙ্গ প্রণতি।
মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন, ভক্তিহীন আমি;
তুমিই তোমার পূজা করে নাও স্বামী! (ধুয়া—এ পর্য্যন্ত ঐ)

ঃ প্রণাম মন্ত্র ঃ

ওঁ সত্যং শিবং সুন্দরম
সৃষ্টিস্থিতিলয়ঙ্করম্।
প্রেমভক্তিমন্দিরম্
আনন্দঘনবিগ্রহম্ ।
দ্বৈতাদ্বৈতমনন্তম্,
সাকারং নিরাকারম্বা
সভক্তিং প্রণমাম্যহম্
পরব্রহ্ম ব্রজানন্দম্ ।
ইতি সর্বার্থসাধনফলদায়ক

শ্রীশ্রীগুরুনারায়ণের পাঁচালি সমাপ্ত।

—ঃ(●)ঃ—